দৈনিক ইত্তেফাক

১২/১০/২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩......

বোর্ডের বই ।। আর যেন না হয়

হৈ চৈ

সঠিক সময়ে নির্ভুল বই চাই- এটা কোন দাবী নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার। অথচ দেশে প্রায় প্রতি বছরই সঠিক সময়ে বই পাওয়ার দাবীতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আন্দোলন করতে হয়। বিশেষ করে গত বছর বোর্ডের বইকে কেন্দ্র করে সৃষ্ঠ অস্থিরতা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দারুণভাবে বিব্রত করেছে। নিম্নমানের কাগজে ছাপা অশুদ্ধ বানানের বই পড়তে হয়েছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় অনেক স্কুলে বছরের মাঝামাঝি সময়েও ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন বই পায়নি। কেন পায়নি এই ব্যাপারে জবাবদিহিতা করা হয়নি তেমন কাউকে। আর তাই আগামী বছরের নতুন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এখন থেকেই অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে ২০০১ সাল। আর মাত্র আড়াই মাস পর শুরু হবে নতুন বছর। নতুন ক্লাসে নতুন বই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে জাগায় আনন্দ-উদ্দীপনা। পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন বছর অর্থাৎ ২০০২ সালে সঠিক সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বই পাবে কিনা এই ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে বোর্ডের বইয়ের মুদ্রণ কাজের সূত্রপাত হয় জুন-জুলাই মাস থেকে। নভেম্বরের শেষ অথবা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে নতুন বই ছাপার কাজ শেষ হলে তা নির্বিঘ্নে দেশের বিভিন্নস্থানে পাঠানো যায়। দুই-এক বছরের ব্যতিক্রম বাদে গত ৮/৯ বছর বোর্ডের বই নিয়ে কম-বেশী সংকট হয়েছে। রেশনের লাইনের মত বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মারামারি, হুড়াহুড়ি করে বোর্ডের বই কিনতে হয়েছে অভিভাবকদেরকে। প্রায় প্রতি বছরই বই প্রকাশের দেরী হওয়ার কারণে বিনে পয়সার বই অর্থাৎ বিনামূল্যে বিক্রির বই চড়াদামে কিনতে হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। চলতি বছর বোর্ডের প্রাথমিক শাখার বই প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার কারণে দেশের বিভিন্নস্থানে বিনা মূল্যের পুরানো বই অধিক মূল্য দিয়ে কিনেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। ব্যাপারটি ছিল ওপেন-সিক্রেট। কোন রাখ-ঢাক ছিল না।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, বোর্ডের প্রকাশে জটিলতা সৃষ্টির জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়ী। এদের প্রধান কাজ হল 'আকারে-প্রকারে' নানা কথা বুঝিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কান ভারী করা। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অহেতুক ঝামেলা বাঁধানো। প্রায় প্রতি বছরই চক্রটি বই প্রকাশের কাজ দেরীতে শুরু করায়। ফলে বছরের শুরুতে নতুন বই পায় না ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে। সুযোগ বুঝে চক্রটি বাজারে পুরান বই ছেড়ে দেয়। বাবা-মায়েরা বাধ্য হয়ে পুরান বই কিনে ছেলে- মেয়েদের শান্ত করেন।

আড়াই মাসেরও কম সময় রয়েছে বছর শেষে হতে। ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন ক্লাসে উঠেই নতুন বইয়ের জন্য আবদার তুলবে। অথচ তারা নতুন বই সঠিক সময়ে পাবে কিনা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কারণ অদ্যাবধি বোর্ডের বই ছাপার কাজ শুরু হয়নি। তবে নতুন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বোর্ডের বইয়ের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছেন। এই ঘটনা আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে। তরুণকণ্ঠের পক্ষ থেকে আমাদের প্রত্যাশা এবার যেন বোর্ডের বইয়ের জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদেরকে মিছিল-মিটিং করতে না হয়। বিনা মূল্যের বই যখন ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক মূল্য দিয়ে কেনে তখন প্রশ্ন জাগে আমরা কি শেখাচ্ছি ছেলে-মেয়েদের? যারা বই প্রকাশ করা নিয়ে দুর্নীতি করেন তাদের প্রতি অনুরোধ আপনার সন্তানের প্রয়োজনে এই ঘৃণ্য কাজটি আর করবেন না। নতুন বছরের শুরুতেই যেন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে লোভনীয় মলাটের নতুন বই চলে আসে। আর যেন বোর্ডের বই নিয়ে হৈচৈ না বাধে। ❑ রেজানুর রহমান